দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

39

নয়া শিক্ষানীতি চূড়ান্ত

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় বিলুপ্ত ধর্ম শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যন্ত

রাশেদ আহমেদ ॥ তিনস্তর বিশিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন মিডিয়ামে অভিন্ন পাঠক্রম, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনস্তর বিশিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির প্রথম স্তরে রয়েছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর এবং তৃতীয় স্তরে উচ্চশিক্ষা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কোন স্তর রাখা হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষা পেরিয়ে উচ্চশিক্ষার আগে যেসব শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা লাভে আগ্রহী হবে তারা বেছে নিতে পারবে বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষা। নয়া এই নীতিতে সাধারণ শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া ৩ বছরের ডিগ্রি পাস কোর্স ও ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালুর সুপারিশ রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাতে বিজ্ঞান বিষয় পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ধর্মীয় শিক্ষার বিষয় শুরু হয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত থাকবে। উচ্চশিক্ষায় কোন ধর্মীয় বিষয় থাকবে না।

আগামী ২৬শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই শিক্ষানীতির কপি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হবে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঐদিন সকালে নয়া এই নীতির সার্বিক পর্যালোচনার জন্যে শিক্ষামন্ত্রীর সাথেও একটি বৈঠক করবে। বর্তমানে ছাপাখানায় শিক্ষানীতির ছাপার কাজ চলছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হক 'সংবাদ'কে বলেন, নয়া শিক্ষানীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা; অসাম্প্রদায়িকতা ও নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপের চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে দেয়া হয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। ইংরেজি শিক্ষাও গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, নতুন শিক্ষা নীতির কপি পাওয়ার পর তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে। সংসদে সাংসদদের আলোচনায় যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে তা সংশোধন করে পাস করা হবে। সরকার আগামী বছর থেকে দেশে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নিচ্ছে বলে সূত্র জানায়। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী থেকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। সাধারণ স্কুল, মাদ্রাসা ও কিন্ডারগার্টেনগুলোর জন্যে থাকবে সমন্বিত কারিকুলাম। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী শিক্ষানীতি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

শিক্ষানীতি ঃ চূড়ান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা। এর যেকোন একটিতে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করতে পারবে। উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে ঃ একজন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হবে। এই কোর্স সফলভাবে শেষ করতে পারলে তাকে স্নাতক (পাস) ডিগ্রি প্রদান করা হবে। উচ্চ শিক্ষা হবে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। গবেষণা ও শিক্ষকতা কাজে আগ্রহীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করা কোন ছাত্রছাত্রী কর্মজীবনে শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারবে না। উচ্চশিক্ষা হবে ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক, চেতনাসমৃদ্ধ। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ সমাজমুখী, উদারনৈতিক, মানবমুখী ও প্রগতিশীল হবে। উচ্চ শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্যে শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করার জন্যে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করার। শিক্ষানীতিতে আরো প্রস্তাব করা হয়েছে, যেসব কলেজে শিক্ষার মান উন্নত সেসব কলেজে ৪ বছরের অনার্স কোর্স ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স এবং ৩ বছরের ডিগ্রি পাস কোর্সের ক্ষেত্রে ২ বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা করার। যেসব কলেজে ৪ বছরের অনার্স কোর্স এবং ১ ও ২ বছরের মাস্টার্স কোর্স থাকবে সেসব কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলা হবে।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির আলোকে নতুন জাতীয় এই শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছে। এই নীতি তৈরির জন্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৮টি উপকমিটি গঠন করেছিল। এছাড়া দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথেও আলাপ-আলোচনা করে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতি প্রণয়নে সময় লেগেছে এক বছর। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। পরে এই কমিটি কাজের সুবিধার্থে আরো ১৮টি উপকমিটি গঠন করে।